বাংলাদেশ হাইকমিশন
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পোর্ট লুই, মরিশাস

HIGH COMMISSION FOR
THE PEOPLE'S REPUBLIC OF BANGLADESH
Port Louis, Mauritius

প্রেস বিজ্ঞপ্তি

মহান শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস পালিত

২১ ফেব্রুয়ারি, ২০২১ পোর্ট লুইস, মরিশাস।

বাংলাদেশ হাইকমিশন, পোর্ট লুইস মহান শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস যথাযথ মর্যাদা ও ভাব-গাম্ভীর্যের সাথে উদযাপন করে। দিবসের শুরুতে মান্যবর হাইকমিশনার মিজ রেজিনা আহমেদ সকলের উপস্থিতিতে জাতীয় পতাকা উত্তোলন ও অর্ধনমিতকরণের মাধ্যমে মহান শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের কার্যক্রম সূচনা করেন। পরবর্তীতে মহামান্য রাষ্ট্রপতি, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, মাননীয় মন্ত্রী, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ও মাননীয় প্রতিমন্ত্রী, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এবং ডিজি ইউনোস্কোর বাণীসমূহ পাঠ করা হয়।

আলোচনা সভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পোর্ট লুইস সিটি কাউন্সেলের লর্ড মেয়র মাহফুজ মুসা কাদেরসাইব। তিনি বলেন যে, আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস বাংলাদেশীদের জন্য এক গৌরবজ্জল দিন। তিনি তার বক্তব্যে মাতৃভাষা বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের কারাবরণসহ দূরদর্শী নেতৃত্বের কথা উল্লেখ করেন। তিনি আরো বলেন যে, মরিশাসে বসবাসরত বাংলাদেশী কর্মীগণ খুব দ্রুত মরিশাসের ভাষা ও সংস্কৃতি আত্বস্থ করে নেয়, তেমনি আমাদেরও তাঁদের থেকে সংস্কৃতি থেকে শেখার আছে।

হাইকমিশনার মিজ রেজিনা আহমেদ তার বক্তেব্যে ১৯৫২ এর ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস এবং আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা হিসেবে স্বীকৃতি লাভের পটভূমি তুলে ধরেন। তিনি তার বক্তব্যে বলেন, ২০০০ সাল থেকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস পালিত হয়ে আসছে। ৫২ এর ভাষা আন্দোলন থেকে ১৯৭১ এর স্বাধীনতা সংগ্রামের ত্যাগের ইতিহাস যেমনি দুঃখজনক তেমনি গৌবরময়। এই মহান দিনে স্মরণ করি সকল ভাষা শহীদদের যাদের আত্মত্যাগের বিনিময় আজ আমরা বাংলা ভাষায় কথা বলি এবং কৃতজ্ঞচিত্রে শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ট বাঙ্গালী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে, যার দৃঢ় নেতৃত্ব ভাষা আন্দোলনের সংগ্রামী ছাত্রবৃন্দ এবং সাধারণ জনগোষ্ঠীকে সংগঠিত করতে সাহায্য করেছিল। তিনি ভাষা আন্দোলনের উপর রচনা প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী সকল ছাত্র ও ছাত্রীদের আন্তরিক ধন্যবাদ জানান।

এ দিবসকে লক্ষ্য করে ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস ও পটভূমির উপর রচনা প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। জানুয়ারি মাসের শেষের দিকে এ সংক্রান্ত একটি বিজ্ঞপ্তি জারী করা হয়। এ প্রেক্ষিতে তিনটি গ্রুপে মোট ৩৭টি রচনা জমা পড়ে। উক্ত রচনা প্রতিযোগিতায় বয়স ভিত্তিকি তিনটি ক্যাটাগরিতে মরিশাসের বিভিন্ন স্কুলের শিক্ষার্থীরা স্বত:স্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করেন। অংশগ্রহণকারী সকলকে সার্টিফিকেট এবং বিজয়ীদেরকে ক্রেস্ট প্রদান করা হয়। পুরস্কার গ্রহণকালে ছাত্র-ছাত্রীদের অভিবাবকগনও উপস্থিত ছিলেন। এ ধরনের আয়োজনকে তাঁরা অত্যন্ত উৎসাহব্যঞ্জক এবং নতুন প্রজন্মের জন্য ফলপ্রসু বলে অভিমত প্রকাশ করেন। এছাড়া সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে অমর একুশের উপর রচিত গানের সাথে নৃত্য পরিবেশন করার পাশাপাশি ভাষা আন্দোলনের উপর চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর কর্তৃক নির্মিত ডকুমেন্টরী 'The Mother Tongue' (ইংরেজি ভার্ষন) প্রদর্শন করা হয়।

অনুষ্ঠানে জাপান ও মিশরের রাষ্ট্রদূত, ভারত ও মাদাগাস্কার হাইকমিশনের প্রতিনিধি, সাবেক ডেপুটি মেয়র, পোর্ট লুইস এবং স্থানীয় প্রতিনিধিসহ বিভিন্ন প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ার প্রতিনিধি এবং প্রবাসী বাংলাদেশীসহ প্রায় দুই শতাধিক অতিথি উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠান শেষে অংশগ্রহণকারীদের দেশীয় খাবার দ্বারা আপ্যায়ন করা হয়।

High Commission for the People's Republic of Bangladesh
PORT LOUIS, MAURITIUS